দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 JAN 93
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

বোর্ডের বইঃ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অনেক স্থানেই পৌঁছেনি

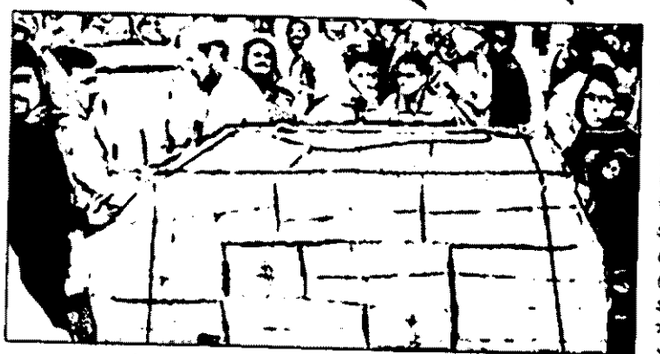

বাংলাবাজারে বোর্ডের বই সরবরাহের এই দৃশ্য দেখলে সহজেই মনে হবে বই নিয়ে কোন সংকট নেই। কিন্তু বাস্তবে এখনও গ্রামের ছেলে-[illegible] বই পৌঁছেনি —ইত্তেফাক

রেজানুর রহমান ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দেশের অনেকস্থানে এখনও বোর্ডের সব বই পৌঁছেনি। প্রাথমিক শাখার বিনামূল্যের বই গত বছরই ছাপা শেষ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২রা জানুয়ারী ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বই বিতরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। কিন্তু দেশের অনেকস্থানে গ্রামের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নতুন বই পৌঁছেনি। অনেকস্থানে প্রাথমিক শাখার বই পৌঁছে গেলেও প্রশাসনিক জটিলতায় বিতরণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। চট্টগ্রামে বই সরবরাহে সংকট দেখা দিয়েছে। মাধ্যমিক শাখার মাত্র ১৪টি বই বাজারে এসেছে। বরিশালে তৃতীয় শ্রেণীর ২টি বই পৌঁছেনি। মাদ্রাসার বইয়ের

(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের বই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোন ধারণাই দিতে পারছে না। রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুরেও গতকাল পর্যন্ত বোর্ডের সব বই পৌঁছেনি। অথচ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রাথমিক স্তরের বইয়ের ব্যাপারে বলেছিলেন, ৯৫% বই সরবরাহ করা হয়েছে। ২/৪ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট ৫% বই সরবরাহ করা হবে। মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের ব্যাপারে বলা হয়েছিল, ২রা জানুয়ারী থেকে পর্যায়ক্রমে প্রথমে ১৪টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৭টি এবং তৃতীয় পর্যায়ে অবশিষ্ট ১৯টি বই সরবরাহ করা হবে। ১০ই জানুয়ারীর মধ্যে মাদ্রাসার বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক জেলায় জেলায় পৌঁছে যাবে। কিন্তু গতকাল ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, প্রাথমিক শাখার বই পৌঁছে গেলেও তা অনেকস্থানে সরবরাহ করা হচ্ছে না। ৯ই জানুয়ারীর মধ্যে মাধ্যমিক শাখার ৪১টি বই বাজারে থাকার কথা থাকলেও মূলতঃ প্রথম পর্যায়ের ১৪টি বই বাজারে ছাড়ার পর আর কোন বই ঢাকার বাইরে অধিকাংশ জেলায় পৌঁছেনি।

গতকাল ঢাকায় বইয়ের মার্কেট বাংলাবাজার ঘুরে দেখা গেল বই সরবরাহের কাজে অনেকেই ব্যস্ত। প্রকাশদের অনেকেই জানালেন, এবার বইয়ের কোন সংকট নেই। কিন্তু খুচরা বিক্রেতারা বললেন ভিন্ন কথা। খুচরা বিক্রেতাদের মতে, মাধ্যমিক শাখার ১৪টি বই ছাড়া আর কোন বই তারা পাননি। একজন বিক্রেতা বললেন, মাধ্যমিক শাখার সব বই ছাত্র-ছাত্রীরা এক সাথে কেনে না। তাই খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না। থানা ও জেলা পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, কোথাও কোথাও বই পৌঁছলেও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

বরিশাল অফিস জানায়, জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর গণিত ও বিজ্ঞান বই এখনও পাওয়া যায়নি। এদিকে হাই স্কুলের ইংরেজী, বাংলা ও অংক বই ছাড়া আর কোন বই বাজারে আসেনি। মাদ্রাসার কোন বই এখনও প্রকাশকরা ছাড়েনি। গতকাল শনিবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরে যোগাযোগ করে জানা গেছে যে, এ জেলার প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৯,৬৪,৫৫১ খানা বই বরাদ্দ হয়েছে। এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে ৮,৯৮,৯৪৭ খানা। বিতরণ করা হয়েছে ৮,৩২,২০০ খানা। ১০টি থানার মধ্যে বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, বানারীপাড়া, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া ও সদর উপজেলায় চাহিদা অনুসারে বই বিতরণ করা হয়েছে। মেহেন্দিগঞ্জ, হিজলা, মুলাদী ও উজিরপুরে চাহিদার সকল বই বিতরণ হয়নি। ৬৬,৭৪৭ খানা বই জেলা স্টোরে বিতরণের অপেক্ষায় রয়েছে।

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, চট্টগ্রামের বইয়ের বাজারে টেক্সট বুক বোর্ডের সব বই গতকাল শনিবার পর্যন্ত না পৌঁছায় ছাত্র-ছাত্রী ও বিক্রেতাদের মধ্যে গভীর হতাশা লক্ষ্য করা গেছে [illegible] লাইব্রেরী জানায়, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নব[illegible] ... পাত্র ৫৬টি

বি[illegible]